ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জেলা পরিষদঃ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

নাহিদ শারমীন

৯ এপ্রিল ২০১৪

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জেলা পরিষদঃ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
নাহিদ শারমীন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা সহযোগী
মো. শফিকুর রহমান

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য মো. শফিকুর রহমান, এবং তথ্য সংগ্রহে সহায়তার জন্য মো. রবিউল ইসলাম ও নাজমুল মিনা'র প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম, এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোনঃ ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬
ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ওয়েবসাইটঃ www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে টিআইবি।

সর্বস্তরের জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'জেলা পরিষদ' বাংলাদেশের গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের প্রথম স্তরের একটি প্রতিষ্ঠান, এবং আইনের মাধ্যমে সংবিধিবদ্ধ। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ কখনোই নেওয়া হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় সব সরকারের সময়েই জেলা পরিষদের কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা বিশেষকরে জেলা প্রশাসক, অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যদের অথবা সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে মনোনীত ব্যক্তিদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে জেলা পরিষদের গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালীকরণে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করার ধারাবাহিকতায় এই কার্যপত্র প্রণীত হয়েছে।

টিআইবি'র গবেষক নাহিদ শারমীন এ গবেষণাটির পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে তাকে সহায়তা দিয়েছেন মো. শফিকুর রহমান, মো. রবিউল ইসলাম ও নাজমুল হুদা মিনা। এছাড়াও টিআইবি'র গবেষণা বিভাগের পরিচালক এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজারসহ অন্যান্য সহকর্মীরা মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

টিআইবি'র অন্যান্য গবেষণার মতো শুরু থেকেই এ গবেষণায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস ছিল, তাতে করে এ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাদের মূল্যবান মতামত পাওয়া গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের মতামত নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। টিআইবি'র পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

গবেষণা সম্পাদনে টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ও উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. সুমাইয়া খায়ের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা আশা করি এই প্রতিবেদনের উপস্থাপিত তথ্য ও বিশ্লেষণ জেলা পরিষদের সুশাসনের সমস্যা সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে সক্ষম হবে, এবং বিদ্যমান সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য দিক-নির্দেশনা দিতে সাহায্য করবে।

এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে যেকোনো পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

১.১ ভূমিকা

জনগণের ক্ষমতায়ন, সুশাসন এবং সার্বিক উন্নয়নের উদ্যোগে গতি সঞ্চারের ক্ষেত্রে কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রতিটি প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে।[১] নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কাজ, জনশৃঙ্খলা রক্ষা, জনসাধারণের কাজ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করাসহ বাজেট প্রস্তুত, নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরওপ করার ক্ষমতা দেওয়া হবে বলেও সংবিধানে অঙ্গীকার করা হয়েছে।[২]

'জেলা পরিষদ' বাংলাদেশের গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের প্রথম স্তরের একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান,[৩] এবং আইনের মাধ্যমে সংবিধিবদ্ধ।[৪] আইন অনুযায়ী প্রত্যেক জেলায়[৫] সংশ্লিষ্ট জেলার নাম অনুসারে জেলা পরিষদ গঠন করা হয়।[৬] উল্লেখ্য, সংবিধানে জেলা ছাড়া অন্য কোনো এলাকাকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রশাসনিক একাংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি, তবে যেহেতু স্থানীয় শাসনের উদ্দেশ্যে আইনের দ্বারা অভিহিত যে কোনো এলাকাকে প্রশাসনিক একাংশ বলে উল্লেখ করা যাবে বলা হয়েছে সেহেতু জেলা একটি প্রশাসনিক একাংশ হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃত।[৭]

চিত্র ১: স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জেলা পরিষদের অবস্থান

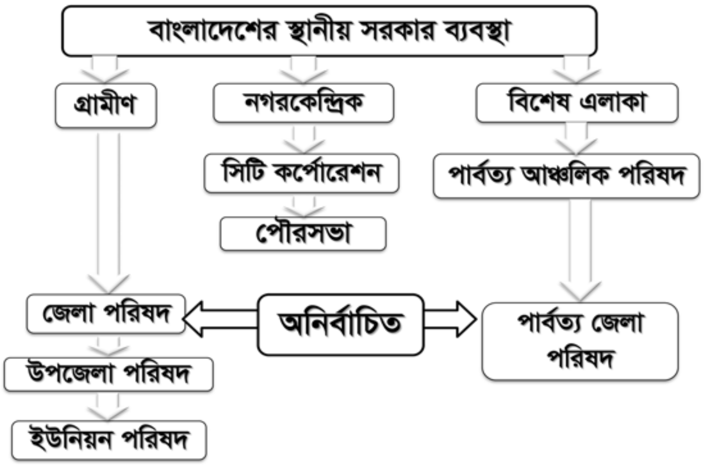

মুহিত-এর (২০০২) মতে জেলা পর্যায়ে স্থানীয় শাসনের বিষয় যেসব কারণে নিশ্চিত করা প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে:

১. আয়তন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনসংখ্যা বিবেচনায় সামাজিক, উন্নয়নমূলক এবং সরকারি কর্মকাণ্ড পরিচালনা;[৮]

২. স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের কাজের বিভাজন এবং এসব স্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্তর হিসেবে জেলা পরিষদের ভূমিকা;[৯]

৩. জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদের কাজের বিভাজনের গুরুত্ব বিবেচনা; এবং

৪. একটি জেলার অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় পর্যায়ের কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত উপায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

---

১ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৫৯(১)।

২ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৫৯(২), ৬০।

৩ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তিন ভাগে বিভক্ত, যথা- গ্রামীণ স্থানীয় সরকার, নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার ও বিশেষ এলাকার জন্য স্থানীয় সরকার (আহমেদ, ২০০২)। গ্রামীণ স্থানীয় সরকারে রয়েছে তিন ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, যা হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ (৪৫৫৮টি), উপজেলা পরিষদ (৪৮৭টি) ও জেলা পরিষদ (৬১টি)। নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকারে রয়েছে দুই ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, যা হচ্ছে পৌরসভা (৩১৯টি) ও সিটি কর্পোরেশন (১১টি)। এছাড়া বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির জন্য রয়েছে বিশেষ ধরনের একটি পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ।

৪ *জেলা পরিষদ আইন*, ২০০০; ধারা ৩ (২)।

৫ খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা ছাড়া বাংলাদেশের অন্য সকল জেলায় প্রযোজ্য।

৬ *জেলা পরিষদ আইন*, ২০০০; ধারা ১ (৩)।

৭ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ* ১৫২।

৮ বিশ্বব্যাংকের ১৯৯৯ সালের অ্যাটলাস অনুযায়ী বিশ্বের ২১০টি দেশের মধ্যে ৬৯টি দেশের জনসংখ্যা বাংলাদেশের এক একটি জেলার জনসংখ্যার থেকে কম। একইভাবে প্রায় ৩৭টি দেশের আয়তনও বাংলাদেশের একেকটি জেলা থেকে কম (মুহিত: ২০০২)।

৯ একটি জেলার অন্তর্ভুক্ত উপজেলাগুলোর অধীনস্থ ইউনিয়নের জন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরি করা সম্ভব। আর সমন্বিত পরিকল্পনাগুলো একত্রিত করে এবং যেসব বিষয়ে বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনা সম্ভব নয় তা যোগ করে একটি কার্যকর জেলা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাবে। এছাড়া প্রতিটি জেলায় যেসব সরকারি দপ্তর রয়েছে (পরিশিষ্ট ২ দ্রষ্টব্য) সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করার ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ সমন্বয়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে (মুহিত, ২০০২)।

বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিশনগুলোর প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সবগুলো কমিশনই জেলা পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করেছে (আলি, ২০০৩)। ১৯৭২ সালে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন, ১৯৮২ সালে গঠিত রিয়ার এডমিরাল এম এ খানের প্রশাসনিক পুর্নগঠন কমিটি, ১৯৯১ সালের ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন, ১৯৯৬ সালে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য অ্যাডভোকেট রহমত আলীর নেতৃত্বে গঠিত স্থানীয় সরকার কমিশন জেলা পর্যায়ে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশ করে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে বারবার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়।[১০] জেলা পরিষদকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা ও সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে বলে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বর্তমান কেন্দ্রীভুত প্রশাসনিক কাঠামোর গণতান্ত্রিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, এবং ইউনিয়ন পরিষদের কাছে অধিকতর দায়িত্ব অর্পণ করবে বলে উল্লেখ করে।[১১]

এই আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক একক হচ্ছে জেলা। স্থানীয় শাসনকে শক্তিশালী করতে হলে তার নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট ক্ষমতা এবং নিজস্ব প্রশাসন থাকতে হবে, যা নীতি নির্ধারকদের সহযোগিতায় জেলা পরিষদে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

১.২ কার্যপত্রের যৌক্তিকতা

স্থানীয় সরকার কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর জেলা পরিষদ, যার উৎপত্তি উনবিংশ শতকের শেষের দিকে। বিবর্তনের ধারায় জেলা পরিষদ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। সর্বশেষ ২০১১ সালে জেলা পরিষদের প্রশাসক নিয়োগ করা হয় যা নিয়ে সমালোচনা করা হয় (মজুমদার, ২০১১; আহমেদ, ২০১৪)। নির্বাচন না দিয়ে জেলা পরিষদ প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক পুনর্বাসন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় (মজুমদার, ২০১১; আহমেদ, ২০১৪), এবং পরিষদের কার্যকরতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় (মজুমদার, ২০১১; আহমেদ, ২০১১; রহমান, ২০১৪; ইসলাম, ২০১৪; আহমেদ, ২০১৪)।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে তিনটি খাত নিয়ে গবেষণাসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অন্যতম। ইতোমধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) নিয়ে টিআইবি বিস্তারিত গবেষণা সম্পন্ন করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে জেলা পরিষদের গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালীকরণে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করার ধারাবাহিকতায় এই কার্যপত্র প্রণীত হয়েছে।

১.৩ কার্যপত্রের উদ্দেশ্য

এই কার্যপত্রের উদ্দেশ্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জেলা পরিষদের অবস্থান আলোচনা করা, এ প্রতিষ্ঠান প্রত্যাশিতভাবে কার্যকর না হওয়ার পেছনে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা, এবং এই প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করার করণীয় নিয়ে আলোচনা করা।

১.৪ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

কার্যপত্রটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে। জেলা পরিষদের প্রশাসক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী, সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ঠিকাদার, স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়।[১২] এছাড়া পরোক্ষ তথ্যের জন্য স্থানীয় সরকার বিষয়ক বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, নির্দেশনা, বিভিন্ন গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের গবেষণা, বই, প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ও ওয়েবসাইট পর্যালোচনা করা হয়।

---

[১০] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কর্মসূচি, স্থানীয় সরকার এবং* বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ইশতেহার- ২০০৮, *দেশ বাঁচাও- মানুষ বাঁচাও, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা।*

[১১] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪: এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, আমাদের এবারের অগ্রাধিকার: সুশাসন গণতন্ত্রায়ন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন।*

[১২] ভৌগোলিক বিবেচনায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে রংপুর, খুলনা, বরিশাল এবং সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদ থেকে প্রশাসক (তিনজন), প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (তিনজন), সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী (ছয়জন), সংসদ সদস্য (একজন), জেলা প্রশাসক (তিনজন), উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (তিনজন), ঠিকাদার (চারজন), স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ (তিনজন) ও স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞদের (সাতজন) সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

১.৫ কার্যপত্রের তথ্য সংগ্রহের সময়
২০১৩ এর জানুয়ারি থেকে শুরু করে ২০১৪ এর মার্চ পর্যন্ত এ কার্যপত্রের তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

১.৬ কার্যপত্রের পরিধি
কার্যপত্রের শুরুতে জেলা পরিষদের ধারাবাহিক বিবর্তন আলোচনা করার পর এর কাঠামো, জেলা প্রশাসক নিয়োগ প্রক্রিয়া, কার্যাবলী, আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোতে জেলা পরিষদের অবস্থান, জেলা পর্যায়ের ক্ষমতা-কাঠামোতে জেলা পরিষদের অবস্থান, জেলা পরিষদে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, এসব চ্যালেঞ্জ বিরাজ করার কারণ এবং জেলা পরিষদের কার্যকারতায় এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে জেলা পরিষদকে কার্যকর করার জন্য কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে।

২. জেলা পরিষদের বিবর্তন: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা বোর্ড, জেলা কাউন্সিল হয়ে বর্তমানে জেলা পরিষদ নামে আইনগতভাবে স্বীকৃত।

২.১ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল: প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের একটি স্তর হিসেবে জেলার উদ্ভব হয় ১৮৭৯ সালে 'বেংগল রোড সেস' আইনের মাধ্যমে। এই আইন অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় কমিটি গঠন করা হয়, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এটাই সর্বপ্রথম জেলা পর্যায়ে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। এই কমিটি সড়ক নির্মাণ, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, করারোপসহ বিভিন্ন ধরনের জনহিতকর কার্যাবলী সম্পাদন করত। এ কমিটি সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে কাজ করত, এখানে জনসাধারণের মতামত প্রকাশের সুযোগ ছিল না। পরবর্তীতে স্থানীয় পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসন দৃঢ় করার জন্য 'বেংগল লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট-১৮৮৫' পাশ হয়। এই আইন অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় জেলা বোর্ড গঠিত হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান। বোর্ডের সদস্যরা নির্বাচিত হবেন বলে আইনে উল্লেখ থাকলেও সকল সদস্যই ছিলেন মনোনীত (রহমান, ২০০০)। পরবর্তীতে ১৯০৭-০৯ সালের হব হাউস কমিশন, ১৯১৩-১৪ সালের লিভিঞ্জ কমিটি এবং ১৯১৮ সালের মন্টাগু-চেমস ফোর্ট প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে সংগঠিত করার জন্য ১৯১৯ সালে 'বেংগল ভিলেজ সেলফ গভর্নমেন্ট' আইন পাশ হয় (রহমান, ২০০০)। এই আইন অনুযায়ী জেলা বোর্ডের সদস্যদের পরোক্ষ নির্বাচনের[১৩] মাধ্যমে নির্বাচিত করা হত (রহমান, ২০০০)। এ সময় জেলা বোর্ড যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী, পানি সরবরাহ, জন্ম-মৃত্যুর রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও ডাকবাংলা সংরক্ষণ প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করত। সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ ছিল না বলে ১৯৩৬ সালে লোকাল বোর্ড বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে জেলা বোর্ডের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য জেলার ভোটারদের[১৪] দ্বারা নির্বাচিত হত; এক-তৃতীয়াংশ সদস্য ছিল মনোনীত, যারা ছিল সরকারি এবং বেসরকারি সদস্য। ১৯৪৪-৪৫ সালে রোল্যান্ড কমিটি মনোনয়ন পদ্ধতি বাতিল ও নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনের সুপারিশ করলেও ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত মনোনয়ন পদ্ধতি অব্যাহত ছিল (রহমান, ২০০০)।

২.২ পাকিস্তান আমল: মৌলিক গণতান্ত্রিক আদেশ, ১৯৫৯ অনুযায়ী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়। জেলা বোর্ডের নাম করা হয় জেলা কাউন্সিল, যা ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সরকারি ও বেসরকারি সদস্য দ্বারা পরিচালিত হত। জেলা প্রশাসক ছিল জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, এবং বেসরকারি সদস্যরা ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করত।[১৫] ১৯৬২ সালের পর পরোক্ষ নির্বাচনের[১৬] মাধ্যমে ৫০ শতাংশ সদস্য নির্বাচিত করা হয় এবং ৫০ শতাংশ সরকারি সদস্যের সমন্বয়ে জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়। জেলা প্রশাসককে জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করা হয়। মৌলিক গণতান্ত্রিক আদেশ, ১৯৫৯-এর মাধ্যমে জেলা কাউন্সিলে বাধ্যতামূলক, ইচ্ছামূলক এবং সমন্বয় সাধনমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়।

২.৩ বাংলাদেশ আমল: বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জেলা কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় জেলা বোর্ড, এবং জেলা প্রশাসককে জেলা বোর্ডের প্রশাসক নিয়োগ করা হয়।[১৭] জেলা বোর্ডের যাবতীয় কার্যাবলী জেলা প্রশাসক পরিচালনা করত। জেলা বোর্ডের কোনো কমিটি ছিল না। প্রশাসক এবং সচিব দুজন ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। প্রশাসক ছিলেন সকল ক্ষমতার অধিকারী। আলীর (১৯৮২) মতে এটি ছিল সরকারের একটি শাখা, কেননা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কোনো নিদর্শন এ স্তরে ছিল না।

[১৩] লোকাল বোর্ডের (মহাকুমা স্তরের প্রশাসনিক একক) সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে এবং বাইরে থেকে জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচন করতে পারতেন।
[১৪] ২১ বছর বয়স্ক পুরুষ ব্যক্তি যিনি জেলার বাসিন্দা এবং আট আনা সেস বা ছয় আনা ইউনিয়ন রেট প্রদান করতেন অথবা যিনি গ্রাজুয়েট বা মাধ্যমিক ইংরেজি বা জুনিয়র মাদ্রাসা শিক্ষা পাস করতেন অথবা যিনি একজন উকিল বা মোক্তার, তিনি জেলা বোর্ডের নির্বাচনে ভোট দিতে পারতেন।
[১৫] http://www.barisal.gov.bd/node/1039918, ৩ জানুয়ারি ২০১৪।
[১৬] জেলার আওতাধীন ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং টাউন কমিটির চেয়ারম্যানদের দ্বারা জেলা কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত করা হয়।
[১৭] ১৯৭২ সালের ৭ নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী। সূত্র: http://www.barisal.gov.bd/node/1039918, ৩ জানুয়ারি ২০১৪।

১৯৭৫ সালে সবগুলো মহাকুমাকে জেলায় রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এবং জেলাগুলো গভর্নর দ্বারা শাসিত হবে বলে বিধান করা হয়। 'জেলা প্রশাসন আইন ১৯৭৫' জারির মাধ্যমে সরকার ডেপুটি কমিশনারের পদ অবলুপ্ত করে ৬১ জন গভর্নরের নাম ঘোষণা করে। গভর্নরকে সহায়তা করার জন্য জেলা প্রশাসন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। গভর্নর পদে ৩৩ জন সংসদ সদস্য, ১৪ জন সরকারি কর্মকর্তা, ১২ জন রাজনৈতিক নেতা ও আইনজীবী এবং দুইজন উপজাতীয় নেতা নিয়োগ পান (আলি, ২০০৩)। ১৯৭৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে জেলা প্রশাসনের দায়িত্ব গভর্নরের নেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল, কিন্তু ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে জেলা গভর্নর পদ বাতিল হয়ে যায়। ১৯৭৬ সালে এক সরকারি ঘোষণায় জেলা প্রশাসনের কার্যাবলী পরিচালনা ও সমন্বয় সাধনের জন্য জেলা প্রশাসকের ওপর ক্ষমতা অর্পণ করা হয় (আলি, ২০০৩)।

১৯৭৬ সালে 'স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৭৬' জারি করা হয়, যেখানে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে জেলা পরিষদ গঠন করা হবে এবং নির্বাচিত চেয়ারম্যান যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া জেলা পরিষদের কার্যাবলী, বাজেট, তহবিল, হিসাব-নিরীক্ষা, কর্মচারী প্রশাসন সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছিল (রহমান, ২০০০)। নির্বাচিত জেলা পরিষদের কার্যকাল হবে পাঁচ বছর। কিন্তু বাস্তবে অধ্যাদেশ অনুযায়ী জেলা পরিষদ গঠন করা হয়নি। তখনো জেলা প্রশাসক জেলার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করত।

১৯৮০ সালে জেলাকে জনপ্রতিনিধিত্বশীল করার জন্য প্রতি জেলায় একজন সংসদ সদস্যকে জেলা উন্নয়ন সমন্বয়কারী হিসেবে নিয়োগ করা হয়। জনসাধারণ ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সম্পর্ক সাধন করার দায়িত্বও ছিল সমন্বয়কারীর ওপর। তাদের প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হয়। রহমানের (২০০০) মতে এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে আমলারা অসন্তুষ্ট হয়েছিল, তাই সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে ১৯৮২ সালে জেলা উন্নয়ন সমন্বয়কারীর পদ বিলুপ্ত করা হয় এবং জেলা প্রশাসকদের পূর্ব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হয়। ১৯৮২ সালে প্রশাসন পুনর্বিন্যাস কমিটি গঠন করা হয়, যা নির্বাচকমণ্ডলীর সহায়তায় জেলা পরিষদের নির্বাচনের সুপারিশ করে। প্রশাসন পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসন পুনর্গঠন/ সংস্কার জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) গঠন করা হলেও জেলা পরিষদ গঠন করা হয়নি। ১৯৮৬ সালে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে জেলা পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৮৭ সালের ১২ জুলাই 'স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) বিল ১৯৮৭' পাস হয়। এই আইনের মাধ্যমে সামরিক সদস্যদের জেলা পরিষদে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় (রহমান, ২০০০)। কিন্তু এই বিলটি নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়।[১৮] সংসদে বিলটি পাশ হলেও রাষ্ট্রপতি পুনরায় বিবেচনার জন্য সংসদে প্রেরণ করে। ফলে সরকার বাধ্য হয়ে বিল স্থগিত ঘোষণা করে, এবং পুনরায় সংসদে বিবেচনার জন্য বিলটি দাখিল করা হয়। ইতোমধ্যে সংসদ বাতিল হলে বিলটি স্থগিত হয়। ১৯৮৮ সালে নতুন সংসদে 'স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন ১৯৮৮' পাশ হয়। এই আইন অনুযায়ী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের মনোনয়ন করা হয়। তিনটি পার্বত্য জেলা বাদে অবশিষ্ট ৬১ জেলায় জেলা পরিষদ গঠিত হয়। সরকার নিজ দলীয় সংসদ সদস্যদের চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন দান করে। ১৯৮৮ সালে সংসদ ভবনে চেয়ারম্যানদের শপথ করানো হয়। তারা নিজ নিজ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং তাদের উপমন্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হয় (রহমান, ২০০০)। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বহাল ছিল।

১৯৯০ সালে সরকারের পতনের পর মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করে জেলা প্রশাসকদেরকে জেলা পরিষদের অস্থায়ী চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করা হয়। এই ব্যবস্থা ১৯৯১ সালের জুন মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকে। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের আদেশের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসককে চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং পরিষদের সচিবকে চেয়ারম্যান নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত জেলা পরিষদের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১৯৯৩ সালে সংসদে 'জেলা পরিষদ বিল ১৯৯৩' উত্থাপন করা হয়। বিরোধী দল বিলটি পর্যালোচনা কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব করে, যেখানে প্রস্তাব করা হয় যে ১৪ জন সদস্যের মধ্যে সাতজন হবেন সরকার দলীয় এবং সাতজন হবেন বিরোধী দলীয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিরোধী দল একযোগে পদত্যাগ করলে বিলটি অকার্যকর হয়ে পড়ে (রহমান, ২০০০)। স্থানীয় শাসনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ১৯৯৬ সালে তৎকালীন সরকার স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের একটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ ছিল জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা (আলি, ২০০৩)।

২০০০ সালের ৬ জুলাই ১৯৮৮ সালের আইন বাতিল করে 'জেলা পরিষদ আইন ২০০০' প্রণয়ন করা হয়, যেখানে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পরিষদ গঠন করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। জেলা পরিষদের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০০৫ সালে স্থানীয় সরকার বিভাগের আদেশ অনুযায়ী জেলা পরিষদ উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয় যার প্রধান জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। বিদ্যমান আইন অনুযায়ী জেলা পরিষদ গঠন করা হয়নি। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্য না

[১৮] বিরোধী দল এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করে। সামরিক বাহিনীর সদস্য সংবলিত জেলা পরিষদের এই বিলের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, সিপিবি, জাসদ, জামায়াতে ইসলাম সংসদ সদস্যগণ ওয়াক আউট করে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন যে, সামরিক কর্মকর্তা অর্ন্তভুক্ত করে তাদের রাজনীতিতে আনা হচ্ছেন; তাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অর্ন্তভুক্ত করা হচ্ছে। এই বিলের প্রতিবাদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র, জনতা হরতাল পালন করা হয়। ছাত্র জনতা কেউ এটা সমর্থন করেনি।

থাকায় বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সচিব পরিষদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছিল। ২০১১ সালের ১৫ ডিসেম্বর সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা ছাড়া দেশের অবশিষ্ট ৬১টি জেলায় জেলা পরিষদ প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়।[১৯] প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয় এই প্রশাসক জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী পরিষদের আবশ্যিক কার্যাবলী সম্পন্ন করবে এবং জেলা পরিষদ উন্নয়ন সমন্বয় কমিটিতে সভাপতিত্ব করবে।

ওপরের আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ব্রিটিশ আমল থেকেই জেলা একটি প্রশাসনিক একক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, যা পরবর্তী সময়ে প্রধান প্রশাসনিক এককে পরিণত হয়েছে। তবে দেখা যায় স্থানীয় শাসনের লক্ষ্যে এই পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ কখনোই নেওয়া হয়নি, যদিও নীতিগত ও আইনগতভাবে জেলা পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদ গঠনের বিধান করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় সব সরকারের সময়েই জেলা পরিষদের কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে হয় সরকারি কর্মকর্তা বিশেষকরে জেলা প্রশাসক, অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যদের অথবা সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে মনোনীত ব্যক্তিদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কোনো সরকারই জেলা পরিষদের নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়নি।

৩. জেলা পরিষদের কাঠামো, কার্যাবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৩.১ জেলা পরিষদের কাঠামো

৩.১.১ জেলা পরিষদের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো: আইন অনুযায়ী জেলা পরিষদ একজন চেয়ারম্যান, ১৫ জন সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনের পাঁচজন মহিলা সদস্যদের নিয়ে গঠিত,[২০] যারা নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত।[২১] উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট প্রতিটি জেলার অন্তর্ভুক্ত সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদের মেয়র, চেয়ারম্যান, কমিশনার এবং সদস্যদের নিয়ে এই নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হওয়ার কথা। তবে বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী চেয়ারম্যানের পরিবর্তে সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত জেলা পরিষদ প্রশাসকের অধীনে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জেলা পরিষদের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে। সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার একজন সচিব জেলা পরিষদের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে। এছাড়া জেলা পরিষদে দুটো শাখা - প্রশাসনিক ও প্রকৌশল শাখা রয়েছে।[২২]

৩.১.২ জেলা পরিষদ প্রশাসক নিয়োগের প্রক্রিয়া: জেলা পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রশাসক জেলা পরিষদের কার্যাবলী সম্পাদন করবে এবং এই প্রশাসককে সরকার যে কোনো সময় কারণ দর্শানো ছাড়া পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে বলে আইনে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৩] আইনের এই ধারা অনুসরণ করে ২০১১ সালের ১৫ ডিসেম্বর তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার ৬১টি জেলা পরিষদে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রশাসক নিয়োগের আদেশ জারির মাধ্যমে জেলা পরিষদ প্রশাসক নিয়োগ দেয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী করতে তৎকালীন সরকারের যে নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল তার অংশ হিসেবে এই নিয়োগ দেওয়া হয় বলে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব উল্লেখ করেন।[২৪] গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় অবস্থিত সরকারি কর্মকর্তাদেরকে (জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব প্রভৃতি) ক্ষমতাসীন দলের যোগ্যতাসম্পন্ন রাজনীতিকদের তালিকা তৈরি করে স্থানীয় সরকার বিভাগের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়, এবং ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় শাখা/ কমিটি থেকে একটি তালিকা পাঠানো হয়। এই দুইটি তালিকা থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে জেলা পরিষদ প্রশাসক মনোনীত করা হয় ও নিয়োগ দেওয়া হয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধি ছাড়াই দলীয় বিবেচনায় প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে, যা সংবিধান[২৫] ও সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ের[২৬] পরিপন্থী।

৩.২ জেলা পরিষদের কার্যাবলী

আইন অনুযায়ী স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরের (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন) পরামর্শ বিবেচনা করে জেলা পরিষদ পাঁচসালা পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করবে।[২৭] আইন

---

[১৯] স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জেলা পরিষদ শাখা, প্রজ্ঞাপন নং-৪১৭৩, ১৫ ডিসেম্বর ২০১১।

[২০] *জেলা পরিষদ আইন ২০০০* এর ধারা ৪।

[২১] *জেলা পরিষদ আইন ২০০০* এর ধারা ১৭।

[২২] সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১-এ দেখুন।

[২৩] *জেলা পরিষদ আইন ২০০০* এর ধারা ৮২ (১ও ২)।

[২৪] *দৈনিক যুগান্তর*, ১৭ ডিসেম্বর ২০১১।

[২৫] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৫৯ (১) এ উল্লেখ করা হয় প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রদান করা হবে।

[২৬] কুদরত-ইলাহি পনির বনাম বাংলাদেশ, ৪৪ ডিএলআর (এডি)(১৯৯২) মামলার রায়ে বলা হয় 'নির্বাচনের মাধ্যমে অনির্বাচিত ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ যথাশীঘ্রই নিতে হবে। তবে এ সময় এখন থেকে যেন ছয় মাসের বেশি না হয়' (সূত্র: মজুমদার, ২০১১)।

[২৭] *জেলা পরিষদ আইন ২০০০*, ধারা ৪৯।

অনুযায়ী জেলা পরিষদের আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক দু'ধরনের কাজ সম্পাদন করার কথা। পরিষদ নিজস্ব তহবিলের সাথে সংগতি রেখে আবশ্যিক কার্যাবলী সম্পাদন করবে এবং ঐচ্ছিক কার্যাবলী ইচ্ছা করলে সম্পাদন করবে তবে সরকার দ্বারা নির্দেশিত হলে তা সম্পাদন করতে হবে।

৩.২.১ আবশ্যিক কার্যাবলী: বিদ্যমান জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী জেলা পরিষদের আবশ্যিক কার্যাবলী নিম্নরূপ।[২৮]

১. জেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করা।[২৯]
২. উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।
৩. সাধারণ পাঠাগারের ব্যবস্থা করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
৪. উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা বা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত নয় এমন জনপথ, কালভার্ট ও সেতু নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন।
৫. রাস্তার পাশে ও জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বৃক্ষরোপণ ও তা সংরক্ষণ।
৬. জনসাধারণের ব্যবহার্থে উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা করা ও তা রক্ষণাবেক্ষণ করা।
৭. উপজেলা পরিষদ বা পৌরসভার রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় নয় এমন খেয়াঘাটের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করা।
৮. সরাইখানা, ডাকবাংলো এবং বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
৯. জেলা পরিষদের অনুরূপ কার্যাবলী সম্পাদনরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করা।
১০. উপজেলা ও পৌরসভাকে সহায়তা, সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান।
১১. সরকার কর্তৃক জেলা পরিষদের ওপর অর্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা।
১২. সরকার কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা।

৩.৪.২ ঐচ্ছিক কার্যাবলী: এছাড়া জেলা পরিষদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ কল্যাণ, অর্থনৈতিক কল্যাণ, জনস্বাস্থ্য, গণপূর্ত সংক্রান্ত নানা ধরনের ঐচ্ছিক কার্যাবলী সম্পাদন করার বিষয় আইনে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩০]

জেলা পরিষদের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জেলার অন্যান্য প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান যেমন উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশনকে নিয়ে জেলা-ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে জেলা পরিষদ। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ তার এলাকাভুক্ত সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদের পরামর্শ বিবেচনা এবং উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে।[৩১] এছাড়া উপজেলা ও পৌরসভাকে বিভিন্ন কাজে সহায়তা, সহযোগিতা এবং উৎসাহ প্রদান করার ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের ভূমিকা রয়েছে।[৩২]

কিন্তু গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জেলা পরিষদ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে না এবং এসব প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে জেলা পরিষদ জানে না। গবেষণায় দেখা যায়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কোনো ধরনের সমন্বয় সভা হয় না এবং কোনো ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান সমন্বয়কারী হিসেবে কোনো ধরনের ভূমিকা পালন করে না। জেলা পরিষদের কর্মকর্তাদের মতে, পরিষদের সাথে আলোচনা ছাড়া এবং সরকারের নির্দেশনা ছাড়াই সিটি কর্পোরেশন পরিষদের গাছ, স্থাবর সম্পত্তি, রাস্তাঘাট, খেয়াঘাট, হাটবাজার, ফেরিঘাট দখল করে নেয়। কিন্তু জেলা পরিষদ এক্ষেত্রে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি জেলা পরিষদের অধীনে **১৩**টি খেয়াঘাট থেকে টোল আদায় করা হয়। কিন্তু জেলা পরিষদের সাথে আলোচনা ছাড়াই সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তার জনপ্রিয়তা ধরে রাখার জন্য এক জনসভায় ঘোষণা দিয়েছেন যে খেয়াঘাট থেকে আর কখনো টোল আদায় করা হবে না। গবেষণায় আরও দেখা যায়, জেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য স্থানীয় সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতামত নেওয়া হয় না এবং উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জেলা পরিষদ থেকে পর্যালোচনা করা হয় না।

৩.৫ জেলা পরিষদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

জেলা পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল এবং সরকারি অনুদান - এ দু'টি উৎস হতে অর্থের সংস্থান করা হয়। জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিলের উৎসের মধ্যে রয়েছে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর, অন্যান্য কর, ফেরিঘাট/ খেয়া ঘাট ইজারা বাবদ আয়, রাস্তা/ ব্রিজের মাশুল (টোল), ঠিকাদার তালিকাভুক্তি ও নবায়ন ফি, জমি ইজারা, পুকুর ইজারা,

[২৮] *জেলা পরিষদ আইন ২০০০* এর ধারা ২৭(২), প্রথম তফসিল।
[২৯] স্থানীয় সরকার বিভাগ, *জেলা পরিষদ অধিশাখা*, স্মারক নং: ৪৬.০৪২.০৩৩.০৩.০০.১৪৭.২০১১-১৪৫৪, ১০ এপ্রিল ২০১২। জেলা পর্যায়ে সকল উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ করা।
[৩০] *জেলা পরিষদ আইন ২০০০* এর ধারা ২৭(৩), প্রথম তফসিল।
[৩১] *জেলা পরিষদ আইন ২০০০* এর ধারা ৪৯।
[৩২] *জেলা পরিষদ আইন ২০০০* এর প্রথম তফসিল প্রথম অংশ (ধারা ২৭ (২) দ্রষ্টব্য)।

ডাকবাংলো হতে আয়, মিলনায়তন ভাড়া বাবদ আয় প্রভৃতি। সরকারি অনুদানের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি সাধারণ, বিশেষ মঞ্জুরি প্রভৃতি (ছক ১ দ্রষ্টব্য)।[৩৩]

জেলা পরিষদ দু'ধরনের খাতে ব্যয় করে - সংস্থাপন ও উন্নয়ন খাতে। সংস্থাপন খাতের মধ্যে রয়েছে প্রশাসকের ভাতা ও ভ্রমণ ভাতা, প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা, ভবিষ্যৎ তহবিলে প্রদেয় চাঁদা, চিত্তবিনোদন ভাতা, যানবাহন জ্বালানি, টেলিফোন ব্যয়, বিদ্যুৎ ও পানির বিল, সংবাদপত্র, বই-পুস্তক-ম্যাগাজিন ক্রয়, প্রকৌশল বিভাগের যন্ত্রপাতি ক্রয়, আইন উপদেষ্টার সম্মানী, মনোহরী দ্রব্যাদি ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন কর, নিজস্ব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ব্যয় প্রভৃতি। উন্নয়ন খাতের মধ্যে রয়েছে রাস্তাঘাট, সেতু-কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ডাকবাংলো, অফিস ভবন নির্মাণ/ মেরামত/ সংস্কার, গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি, দারিদ্র নিরসন, নারী উন্নয়ন, আত্মকর্মসংস্থান, জীবনমান উন্নয়ন ও সচেতনতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রভৃতি। এছাড়া সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থ (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সাধারণ বরাদ্দ ও বিশেষ বরাদ্দের অর্ন্তভুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন) উন্নয়ন ব্যয়ের অর্ন্তভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাস্তাঘাট, সেতু-কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ডাকবাংলো, অফিস ভবন নির্মাণ, মেরামত, সংস্কারের জন্য বরাদ্দ ৪৫%, দারিদ্র নিরসন ও নারী উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ১০%, গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি বাবদ ৫%, বৃক্ষরোপণ ৫% প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়।

চিত্র ২: জেলা পরিষদের অর্থের উৎস

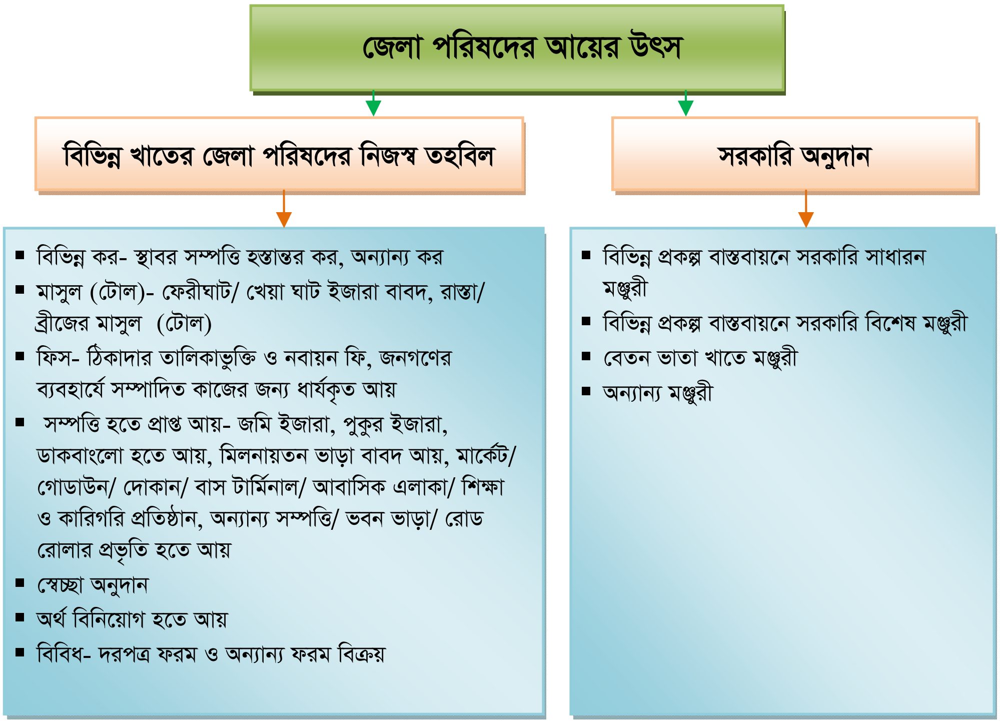

৪. জেলা পর্যায়ের ক্ষমতা-কাঠামোতে জেলা পরিষদের অবস্থান

একটি জেলায় ক্ষমতা-কাঠামোতে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্য ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং প্রশাসনের অংশ হিসেবে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের অবস্থান কোথায় সে সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হয়েছে।

৪.১ জেলা প্রশাসক: জেলা প্রশাসক জেলার প্রধান হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। জেলা পর্যায়ে বাংলাদেশের সরকারকে প্রতিনিধিত্ব করেন জেলা প্রশাসক। জেলা পর্যায়ের রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি, জন-শৃঙ্খলা ও জন-নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা, কৃষি, খাদ্য, শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও জনসেবা, উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়, স্থানীয় শিল্পের উন্নয়ন, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, নির্বাচন, স্থানীয় সরকারসহ ৬০টির বেশি কাজ জেলা প্রশাসককে সম্পাদন করতে হয়।[৩৪] সংক্ষেপে বলা যায়, একটি জেলায় এমন কোনো কাজ নেই যার সাথে জেলা প্রশাসকের সম্পৃক্ততা নেই।[৩৫] উল্লেখ্য, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদেরদের শপথ পরিচালনা, সম্মানী প্রদান, জেলার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনসহ স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত ২৬ ধরনের কাজ জেলা প্রশাসক

[৩৩] *জেলা পরিষদ আইন ২০০০*, ধারা ৪২।
[৩৪] বিস্তারিত দেখুন পরিশিষ্ট ৩।
[৩৫] http://www.mopa.gov.bd/index.php?option=com_content&task=view&id=365&Itemid=403, ৩ জানুয়ারি ২০১৪।

সম্পাদন করেন।[৩৬] জেলা প্রশাসক জেলা পর্যায়ের ৪২টি কমিটির সভাপতি। এছাড়া তাকে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রধান প্রটোকল অফিসারের ভূমিকা পালন করতে হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, একটি জেলার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা জেলা প্রশাসকের অধীনে করা হয়, যদিও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ বিবেচনা করে পাঁচসালাসহ বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা জেলা পরিষদ করতে পারবে বলে আইনে উল্লেখ রয়েছে। এক্ষেত্রে জেলা পরিষদের কোনো ধরনের ভূমিকা নেই।

৪.২ বিভাগীয় কমিশনার: সরকার যেসব বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য তদারকি, সমন্বয় এবং তত্ত্বাবধান করে বিভাগীয় কমিশনার। বিভাগীয় কমিশনার হচ্ছেন জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধায়ক। এছাড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের শপথ পরিচালনা করাও বিভাগীয় কমিশনারের দায়িত্ব।

৪.৩ সংসদ সদস্য: আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যরা জেলা এবং উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, এবং পরিষদের বিভিন্ন কাজ সম্পাদনে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।[৩৭] এছাড়া নবম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের নির্বাচনী এলাকার জন্য বিশেষ উন্নয়ন বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়। এই বিশেষ বরাদ্দ 'অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো প্রকল্প'-এর অধীনে বাস্তবায়নযোগ্য, এবং এর অধীনে প্রতি সংসদীয় আসনের জন্য **১৫** কোটি টাকা করে মোট **৪,৬৯১** কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয় (আকরাম, ২০১২)। উল্লেখ্য, সাধারণ বরাদ্দ সরাসরি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অনুমোদিত হলেও বিশেষ বরাদ্দের ক্ষেত্রে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প বাছাই, গ্রহণ ও উপ-বরাদ্দ সংসদ সদস্যদের অনুমোদনক্রমে করা হয় (আকরাম, ২০১২)।[৩৮] স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবে সংসদ সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান বিধি অনুসারে একজন সংসদ সদস্য তাঁর নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত সর্বোচ্চ চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের (গভার্নিং বডি) সভাপতি এবং জেলা সদর হাসপাতালের উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন (আকরাম, ২০১২)।[৩৯]

কিন্তু বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যরা স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প প্রণয়ন, নির্বাচন ও বাস্তবায়নে প্রভাব বিস্তার করেন। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিরা যেসব এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন সেসব এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হবে বিবেচনা করে প্রকল্প পরিকল্পনা করে থাকেন (নাহিদ ও আকরাম, ২০১৩)। সংসদ সদস্যরা স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন বরাদ্দ নিজের কাজে ব্যবহার করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে (আকরাম, ২০১২)। এ ধরনের ঘটনার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে উন্নয়ন বরাদ্দ ব্যবহার বা তদারকি না করা, স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সুবিধা নেওয়া, স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দলের নেতা-কর্মীদের প্রাধান্য দেওয়া, এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন বরাদ্দ থেকে কমিশন আদায় করা উল্লেখযোগ্য।

৪.৪ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ প্রশাসক: জেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে না। জেলার সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করার কথা আইনে উল্লেখ থাকলেও কিভাবে এই কাজ সম্পন্ন করবে সে সম্পর্কে কোনো দিক নির্দেশনা নেই। উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন এবং কর্মীদের তদারকি করার ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের এখতিয়ার কতটুকু হবে সে সম্পর্কে কোনো কিছু উল্লেখ নেই। তবে জেলা পরিষদ কবরস্থান ভরাট, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, মসজিদ সংস্কার, মন্দির উন্নয়ন, ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন, সাইকেল স্ট্যান্ড নির্মাণ প্রভৃতি ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি জেলা পরিষদের **২০১১-১২** অর্থবছরে সরকারি অনুদানের প্রেক্ষিতে গৃহীত ৪৬টি প্রকল্পের মধ্যে **৩৬টিই** ছিল মসজিদ, মন্দির এবং কবরস্থান উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প।

[৩৬] বিস্তারিত দেখুন পরিশিষ্ট ৪।

[৩৭] *জেলা পরিষদ আইন*, ২০০০, ধারা ৩০। এখানে বলা হয়েছে, "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের অধীনে নির্বাচিত কোনো জেলার সংসদ সদস্যগণ উক্ত জেলার পরিষদের উপদেষ্টা হইবেন এবং তাঁহারা পরিষদকে উহার কার্যাবলী সম্পাদনে পরামর্শ দান করিতে পারিবেন"। *উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন* ২০১১-এর ২৫ (১) ধারায় বলা হয়েছে, "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫-এর অধীন একক আঞ্চলিক এলাকা হইতে নির্বাচিত সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য পরিষদের উপদেষ্টা হইবেন এবং পরিষদ উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করবে।" এছাড়া *উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন* ২০১১-এর ৪২(৩) ধারায় বলা হয়েছে, "পরিষদ উহার প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সুপারিশ গ্রহণপূর্বক একটি অনুলিপি উহার বাস্তবায়নের পূর্বে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।"

[৩৮] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ, 'গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ পরিপত্র ২০১০-১১', ২০১১, প্যারা ৭।

[৩৯] *মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভার্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা*, ২০০৯, বিধান ৫(১)। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন, ...হাস-২/তদারকি কমিটি-১/২০০৭/১৮৯ (তারিখ-০৫/৪/০৯ ইং)।

চিত্র ৩ : জেলা পর্যায়ে ক্ষমতা-কাঠামোতে জেলা পরিষদের দুর্বল অবস্থান

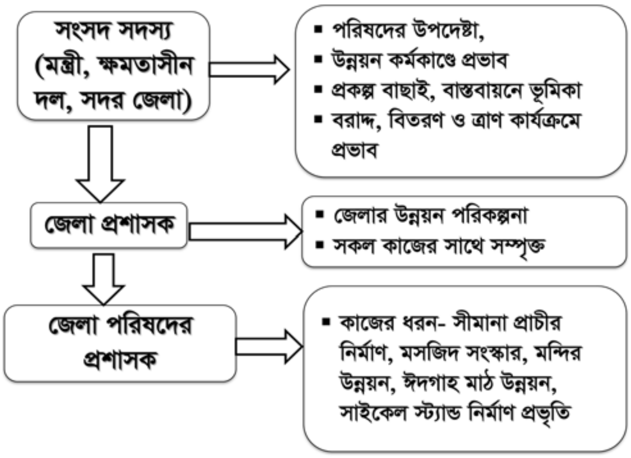

ওপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক, সংসদ সদস্য এবং জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের মধ্যে সংসদ সদস্য সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তবে জেলার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে করা হয়। মূলত জেলা পর্যায়ের সকল কাজ প্রশাসককে অবহিত করে সম্পাদন করা হয়।

৫. জেলা পরিষদে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

৫.১ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলা পরিষদ বাণিজ্যিক কার্যক্রম, প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা করে। জেলায় অবস্থিত কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা কাজ সরকারের অধীনে থাকবে না জেলা পরিষদের অধীনে থাকবে তা নির্ধারণ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। জেলা পরিষদ কী ধরনের কাজ সম্পাদন, বাতিল বা স্থগিত করবে তা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশনার ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া ঐচ্ছিক কার্যাবলী সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী সম্পাদন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নাটোর জেলা পরিষদের অনুকূলে ৪৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১১ লাখ টাকা জেলা পরিষদ নিজস্ব পছন্দের প্রকল্পে বাস্তবায়ন করতে পারবে। বাকি বরাদ্দ মন্ত্রণালয় নির্দিষ্ট প্রকল্পে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছে।[৪০]

৫.২ মনোনয়নের মাধ্যমে দলীয় ব্যক্তির কাছে জেলা পরিষদের ক্ষমতা হস্তান্তর: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতাসীন রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জেলা পরিষদ প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে স্থানীয় বর্ষীয়ান নেতাদের 'রাজনৈতিক পুর্নবাসন' করা হয় বলে মন্তব্য করে তথ্যদাতারা।

৫.৩ জেলা পরিষদে সংসদ সদস্যের উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা: গবেষণায় দেখা যায়, প্রকল্প প্রণয়নে সংসদ সদস্যরা নির্দেশনা দিয়ে থাকে। বিভিন্ন সামাজকল্যাণমূলক কাজ, দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে সাহায্য প্রদান করাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেলা পরিষদকে সংসদ সদস্যদের মতামতকে প্রাধান্য দিতে হয়। অনেক সময় জেলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংসদ সদস্যদের সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০১১-১২ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলার আর্থিক বরাদ্দ দুটি সংসদীয় আসনে ভাগ করে দেওয়া হয় এবং সাংসদের তালিকা অনুযায়ী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। জেলা পরিষদের কর্মকর্তারা ও জেলা পরিষদ প্রশাসক শুধু অনুমোদিত হিসেবে প্রকল্পের ফাইলে স্বাক্ষর করে।[৪১] তবে এক্ষেত্রে একটি জেলার অধীনে একের অধিক সংসদীয় আসন হওয়ার ফলে কার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করবে তা নিয়ে জেলা পরিষদকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

৫.৪ স্থায়ী কমিটি গঠিত না হওয়া: গবেষণায় দেখা যায়, জেলা পরিষদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পালন করার জন্য সাতটি স্থায়ী কমিটি (আইন-শৃঙ্খলা; স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ, পানীয় জল ও স্যানিটেশন; কৃষি, সেচ, সমবায়, মৎস্য ও পশুপালন; শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি; ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, এনজিও কার্যক্রম ও আত্ম-কর্মসংস্থান, যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন) গঠন করার কথা থাকলেও নির্বাচন না হওয়ার কারণে কোনো স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়নি।

[৪০] 'অনিয়মের অভিযোগ, সমন্বয়হীনতা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১১ আগস্ট ২০১২।
[৪১] *প্রাগুক্ত*।

৫.৫ জনবলের স্বল্পতা: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, কোনো কোনো জেলা পরিষদে ১০ থেকে ১১টি পদ শূন্য রয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে সকল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলেও পদগুলো পূরণ করা হয়নি।[৪২]

৫.৬ দক্ষতার অভাব: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, জেলা পরিষদে নিয়োজিত কর্মীদের কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব রয়েছে। জেলা পরিষদে নিয়োজিত একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মতে, জেলা পরিষদে এমন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কাজ করেন যাদের কোনো বিষয়ে রিপোর্ট লিখতে বলা হলে তারা এমন রিপোর্ট লিখেন যার সাথে বিষয়ের কোনো সংগতি থাকে না।

৫.৭ সকল আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক কার্যাবলী সম্পাদন না হওয়া: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম এবং উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে না। তবে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যাবলী যেমন মার্কেট ব্যবস্থাপনা, খেয়াঘাট ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটি সেন্টার ব্যবস্থাপনা, ডাক বাংলো ব্যবস্থাপনা, যুব ও বেকার সমস্যা নিরসনের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রভৃতি সম্পন্ন করে থাকে।

৫.৮ নিজস্ব দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাব: গবেষণায় দেখা যায়, জেলা পরিষদের পাঁচসালাসহ বিভিন্ন মেয়াদী কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা নেই। এছাড়া জেলা পরিষদ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ বিবেচনা করে কোনো ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে না। জেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় থেকে কোন খাতে কী পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখা হবে তার শতাংশ উল্লেখ করে ছক দেওয়া হয় এবং সে অনুযায়ী বার্ষিক পরিকল্পনা করা হয়।

৫.৯ রাজনৈতিক নেতা দ্বারা জেলা পরিষদের সম্পত্তি বেদখল: তথ্যদাতাদের মতে, রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে জেলা পরিষদের সম্পত্তি (জমি, গাছ, খেয়াঘাট, মার্কেট প্রভৃতি) তাদের দখলে নিয়ে নেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে একটি জেলার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় জেলা পরিষদের জমি জোর পূর্বক দখল করে বহুতল সুপার মার্কেট নির্মাণ কার্যক্রম চালাচ্ছে স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতারা।[৪৩]

৫.১০ জেলা পরিষদ প্রশাসক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব: সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ প্রশাসক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে (যেমন প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে আলোচনা ছাড়া পরিষদ প্রশাসক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আবার অন্যদিকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রশাসকের মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেও নিতে পারে না। উদাহরনস্বরূপ বলা যায়, জেলা পরিষদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মামলা করতে চাইলেও প্রশাসক রাজি হয় না বলে মামলা করতে পারে না। এছাড়া একটি জেলা পরিষদ প্রশাসকের বিরুদ্ধে তিনজন এমএলএসএস নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। এই অনিয়ম নিয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে তার বিরোধ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলি করা হয়।[৪৪]

৫.১১ জেলা পরিষদ প্রশাসকের জবাবদিহিতা কাঠামোর অভাব: পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত প্রশাসকের অনুমতি সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হয়। কিন্তু প্রশাসক তার কাজের জন্য কার নিকট জবাবদিহি করবে সে সম্পর্কে কোনো পরিপত্র বা প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়নি এবং আইনেও উল্লেখ করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ একজন জেলা প্রশাসক দায়িত্ব গ্রহণের সাড়ে সাত মাসের মাথায় জেলা পরিষদের ১২ লাখ টাকা খরচ করে নিজের ও সাংসদের নামে গ্রামের বাড়ির সামনে তোরণ নির্মাণ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে, এবং এজন্য তাকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয়নি।[৪৫]

৫.১২ কর্মচারীদের প্রণোদনা এবং শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতার অভাব: জেলা পরিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগ কর্তৃপক্ষ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ। কিন্তু এসব কর্মচারীদের কাজের ওপর ভিত্তি করে কোনো ধরনের প্রণোদনা এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার এখতিয়ার পরিষদের নেই।

৫.১৩ যাচাই-বাছাই ছাড়া প্রকল্প অনুমোদন: জেলা পরিষদে প্রতি বছর ১৫০ থেকে ২০০টি প্রকল্প চলমান থাকে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এসব প্রকল্প বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যাচাই-বাছাই ছাড়া অনুমোদন দেওয়া হয়। একজন জেলা পরিষদ প্রশাসক মন্তব্য করেন, "মসজিদের সংস্কারের জন্য একটি দরখাস্ত নিয়ে আসে তখন আর যাচাই-বাছাই ছাড়া পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দেই। কিন্তু যদি পরিষদ থাকতো তাহলে পরিষদের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করতে পারতাম।"

---

[৪২] স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণারয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জেলা পরিষদ শাখা, স্মারক নং: স্থাসবি/ জেপশা/ নিয়োগ-১/২০০৪ (অংশ-১), ৮ জানুয়ারি ২০১২।

[৪৩] 'আদালতের নির্দেশ না মেনে চলছে মার্কেট নির্মান কাজ', *দৈনিক মতবাদ*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

[৪৪] 'অনিয়মের অভিযোগ, সমন্বয়হীনতা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১১ আগস্ট, ২০১২।

[৪৫] *প্রাগুক্ত*।

৫.১৪ রাজনৈতিকভাবে নিয়োগকৃত প্রশাসকের জন্য সাধারণ জনগণ থেকে আদায়কৃত অর্থ বরাদ্দ: প্রতি প্রশাসকের জন্য প্রতি মাসে ২৭ হাজার ৫০০ টাকা সম্মানী, আপ্যায়ন বাবদ তিন হাজার টাকা এবং গাড়ির জ্বালানির জন্য দৈনিক সাত লিটার তেল (মাসিক প্রায় ১৯ হাজার টাকা) বরাদ্দ রাখা হয়। ৬১টি জেলা পরিষদে রাজনৈতিকভাবে নিয়োগকৃত প্রশাসকের জন্য মাসিক ব্যয় হচ্ছে ৩০ লাখ ১৯ হাজার ৫০০ টাকা, সংশ্লিষ্ট পরিষদের নিজস্ব আয় থেকে বহন করা হয়।[৪৬] তথ্যদাতাদের মতে সাধারণ জনগণ থেকে আদায়কৃত অর্থ যা জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা উচিত তা ব্যয় করা হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে নিয়োগকৃত প্রশাসকের জন্য।

৫.১৫ জেলা পরিষদ প্রশাসকের এখতিয়ারের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রশাসক কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এবং কোন বিষয়ে পারবে না সেসব বিষয়ে কোনো কিছুই স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে জানানো হয়নি। প্রকল্প পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশাসকের এখতিয়ার কতটুকু সে বিষয়ে প্রশাসক অবহিত নয়। কর্মীদের তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে প্রশাসকের ভূমিকা কতটুকু হবে সে বিষয়ে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া কর্মীরা তাদের কাজের জন্য জেলা পরিষদ প্রশাসকের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয় বলে উল্লেখ করেছে তথ্যদাতারা।

৫.১৬ রাজনৈতিক দলের কর্মীদের অফিস হিসেবে ব্যবহার: দলীয় প্রশাসক নিয়োগ দেওয়ার ফলে জেলা পরিষদ অফিস রাজনৈতিক দলের অফিসে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে তথ্যদাতারা। প্রতিদিন দলীয় কর্মীদের চা খাওয়ানোর জন্য ১৫০ থেকে ২০০ টাকা পরিষদের অর্থ থেকে ব্যয় করা হয়। এছাড়া দলীয় কর্মীরা জেলা পরিষদের গাড়ি ব্যবহার করে থাকে। প্রকল্প বাস্তবায়ন, সমাজকল্যাণমূলক কাজে বরাদ্দ নির্ধারণ (দারিদ্র্য নিরসন, জীবনমান উন্নয়ন, আত্মকর্মসংস্থান প্রভৃতি) প্রভৃতি ক্ষেত্রে দলীয় কর্মীদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। তথ্যদাতাদের মতে বর্তমানে জেলা পরিষদ 'দলীয় আড্ডাখানা'-য় পরিণত হয়েছে।

৫.১৭ জেলা পরিষদের আর্থিক সক্ষমতার অভাব

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, জেলা পরিষদের নিজস্ব আয়ের পরিমাণের ক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের মাধ্যমে আয় সবচেয়ে বেশি; এরপরে রয়েছে ফেরী ঘাট/ খেয়া ঘাট ইজারা বাবদ আয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি জেলা পরিষদের নিজস্ব আয়ের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের মাধ্যমে আয় চার কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা।[৪৭]

চিত্র ৪: গবেষণার আওতাধীন একটি জেলা পরিষদের বিভিন্ন উৎস থেকে আয়ের পরিমাণ

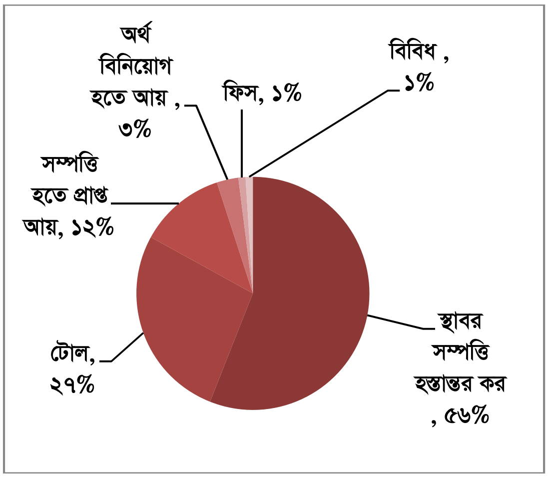

তথ্যদাতাদের মতে, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে জেলা পরিষদের জন্য বরাদ্দ বা সরকারি অনুদানের পরিমাণ জেলা পরিষদের আওতাধীন ভৌগোলিক এলাকার পরিমাণ, অবস্থান, জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, দুর্যোগপ্রবণতা, সংখ্যালঘুর সংখ্যা প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০১০-১১ অর্থবছরে একটি জেলা পরিষদের প্রকৃত আয়ের ৫৯.৬৯ শতাংশ বরাদ্দ এসেছে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান থেকে।[৪৮] ২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সরকারি অনুদানের পরিমাণ মোট বাজেটের ৩২ থেকে ৬০ শতাংশ।

[৪৬] আহমেদ, ম, 'জেলা পরিষদে নির্বাচনের কোনো উদ্যোগ নেই', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১১ আগস্ট, ২০১২ এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, *জেলা পরিষদ শাখা*, নং- ৪৬.৪২.০২০.০৩.০০১৪৭.২০১১-২৮২৫ জুন ১০, ২০১৩।
[৪৭] জেলা পরিষদ, খুলনা, ২০১২-১৩ অর্থ বছরের বাজেট।
[৪৮] *প্রাগুক্ত*।

সারণি ১: বিভিন্ন অর্থবছরে জেলা পরিষদে সরকারি অনুদানের পরিমাণ (শতাংশ)

জেলা পরিষদের নাম	২০১০-১১ (%)	২০১১-১২ (%)	২০১২-১৩ (%)
সিরাজগঞ্জ জেলা পরিষদ	৪২.৯৬	৪৩.৪০	-----
কুড়িগ্রাম জেলা পরিষদ	৫৯.৬৯	৪৬.৭৮	৫৯.৫
রংপুর জেলা পরিষদ	৪২.০৯	৩৮.৬৬	-----
খুলনা জেলা পরিষদ	৫২.৪৪	৪০.৩৯	৪৯.৬৭
বরিশাল জেলা পরিষদ	৫৪.২৮	৩১.৫৮	৪৪.৫২
টাঙ্গাইল জেলা পরিষদ	--------	৫২.০৫	৩৭.১৫

সূত্র: সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী

তথ্যদাতাদের মতে, জেলা পরিষদের নিজস্ব আয়ের পরিমাণ স্বল্প হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের ওপর নির্ভর করতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই অনুদানের পরিমাণ নিজস্ব আয় থেকে বেশি হয়। জেলা পরিষদের নিজস্ব আয়ের বেশির ভাগ ব্যয় করা হয় সংস্থাপন খাতে। সাধারণত সংস্থাপন খাতের সম্পূর্ণ ব্যয় জেলা পরিষদের নিজস্ব আয় থেকে দেওয়া হয়। উন্নয়ন খাতের ব্যয় মূলত সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভরশীল। এখানে উল্লেখ্য, নিজস্ব আয়ের ২০ থেকে ৪০ শতাংশ উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি জেলা পরিষদে ২০১১-১২ অর্থ বছরের সংস্থাপন খাতে ব্যয় হয়েছিল দুই কোটি ১৪ লাখ ৪৫ হাজার টাকা, যা জেলা পরিষদের নিজস্ব আয় থেকে ব্যয় করা হয়েছিল এবং উন্নয়ন খাতে ব্যয় হয়েছিল পাঁচ কোটি ৭১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা, যার ৭০.১৩ শতাংশ (চার কোটি এক লাখ টাকা) ব্যয় করা হয় সরকারি অনুদান এবং ২৯.৮৭ শতাংশ নিজস্ব আয় থেকে।

৬. জেলা পরিষদে উপরিউক্ত অবস্থা বিরাজ করার কারণ

জেলা পরিষদে বর্তমান অবস্থা বিরাজ করার পেছনে আইনগত, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা উল্লেখযোগ্য। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৬.১ রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব: জেলা পরিষদ কার্যকর ভূমিকা পালন না করার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছার অভাব লক্ষ করা যায়। ২০০৮ সালের নবম সংসদ ও ২০১৪ সালের দশম সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণএবং নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা হবে, এবং এ প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা ও সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে বলে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু সরকার গঠন করার পর ক্ষমতাসীন দল জেলা পরিষদ গঠন করার জন্য এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ অর্থাৎ নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি,[৪৯] বা সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কোনো ধরনের কৌশল গ্রহণ করেনি।

৬.২ আইনগত সীমাবদ্ধতা: জেলা পরিষদ যথাযথভাবে কার্যক্রম সম্পাদন না করার পেছনে নিম্নলিখিত আইনগত সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা যায়।

- **প্রথমত,** জেলা পরিষদের সম্পাদিতব্য সকল নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা, ব্যয়ের হিসাব, নির্মাণ কাজ কার দ্বারা সম্পন্ন করা হবে এর সবকিছুই কেন্দ্রীয় সরকারের বিধান দ্বারা নির্ধারণ করবে বলে আইনে উল্লেখ করা হয়।[৫০] আইনানুযায়ী পরিষদের কার্যকলাপের নির্দেশ দান, সামঞ্জস্য বিধান, বাতিল, স্থগিতের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পরিষদের ওপর সাধারণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে এবং জেলা পরিষদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম, প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং পরিচালনায় কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমোদন বাধ্যতামূলক।[৫১] জেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান বা কর্ম সরকারের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার এবং আবার জেলা পরিষদে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয়।[৫২]
- **দ্বিতীয়ত,** সরকার যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে জেলা পরিষদের (আইনের অধীন) সকল ক্ষমতা বা যে কোনো ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবে এবং জেলা পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক একজন প্রশাসক জেলা পরিষদের কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারবে বলে আইনে উল্লেখ করা হয়।[৫৩] যার প্রেক্ষিতে সরকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছাড়া তাদের মনোনীত দলীয় ব্যক্তির দ্বারা জেলা পরিষদের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলার সংসদ সদস্যগণ জেলা

[৪৯] এখানে উল্লেখ্য, তৎকালীন বিরোধী দল থেকে এ ব্যাপারে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করার জন্য কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

[৫০] *জেলা পরিষদ আইন ২০০০*, ধারা ৩৬।

[৫১] *জেলা পরিষদ আইন ২০০০*, ধারা ২৮, ৫৭, ৫৮।

[৫২] *জেলা পরিষদ আইন ২০০০*, ধারা ২৯।

[৫৩] *জেলা পরিষদ আইন ২০০০*, ধারা ৭৫, ৮২।

পরিষদের উপদেষ্টা হবে এবং পরিষদের কার্যাবলী সম্পাদনে পরামর্শ দান করবে।[৫৪] এছাড়া বিভিন্ন কাজের সহায়তার জন্য পরিষদ বিভিন্ন কমিটি গঠন করতে পারে যেখানে পরিষদের সদস্য ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে বলে আইনে উল্লেখ করা হয়।[৫৫] তবে এখানে ব্যক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

- **তৃতীয়ত,** আইন অনুযায়ী জেলা পরিষদের কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গাফিলতি বা অসদাচরণের জন্য যদি পরিষদের কোনো অর্থ বা সম্পদের লোকসান, অপচয় ও অপপ্রয়োগ করা হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা নেবে।[৫৬] তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগ কর্তৃপক্ষ জেলা পরিষদ হলেও তাদের কোনো গাফিলতি বা অসদাচরণের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা জেলা পরিষদের নেই।

৬.৩ প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা পরিষদ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে না পারার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা।

- **প্রথমত,** পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ, কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, বাজেট প্রণয়ন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রশাসন থেকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
- **দ্বিতীয়ত,** স্থানীয় সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে জেলা পরিষদের কাজের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রশাসন থেকে কৌশল নির্ধারণ করা হয়নি।
- **তৃতীয়ত,** জেলা পরিষদ প্রশাসকের কাজের পরিধি কতটুকু হবে, পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তাদের কাজের জন্য প্রশাসকের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে কিনা এবং প্রশাসক তার কাজের জন্য কার কাছে জবাবদিহি করবে সে বিষয়ে প্রশাসন/ স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে কোনো ধরনের নির্দেশনা দেওয়া হয়নি।
- **চতুর্থত,** জেলা পরিষদের আয় বৃদ্ধির জন্য কোনো ধরনের কৌশল নেওয়া হয়নি।

৭. জেলা পরিষদ কার্যকর না হওয়ার প্রভাব

ওপরের বিশ্লেষণ দ্বারা জেলা পরিষদের বর্তমান অবস্থা এবং কী কারণে এ ধরনের অবস্থা বিরাজ করছে সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। এর ফলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা পরিষদের কার্যকরতায় কী প্রভাব ফেলেছে তা আলোচনা করা হয়েছে।

৭.১ অকার্যকর জেলা পরিষদ: নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া, সাতটি স্থায়ী কমিটি গঠিত না হওয়া এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দলীয় প্রশাসকের মাধ্যমে পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা প্রভৃতি কারণে জেলা পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশনার ওপর পরিষদের সকল কার্যক্রম নির্ভরশীল। এখানে উল্লেখ্য, জেলা পরিষদ প্রশাসক নিয়োগ দানের সময় সরকার অঙ্গীকার করেছিল নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলা পরিষদ গঠন করা হবে। কিন্তু জেলা পরিষদ প্রশাসক নিয়োগের দুই বছর পরেও সরকার জেলা পরিষদ নির্বাচনের ব্যাপারে কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। দলীয় পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়ার ফলে জেলা পরিষদ ক্ষমতাসীন দলের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে নিয়োগকৃত প্রশাসকের যাবতীয় খরচ এবং রাজনৈতিক কর্মীদের চা-নাস্তা জেলা পরিষদের নিজস্ব আয় থেকে বহন করার ফলে সাধারণ জনগণ এ থেকে উপকৃত হয় না। এছাড়া কর্মীদের কাজের ওপর ভিত্তি করে কোনো প্রণোদনা না থাকায় তাদের কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে আগ্রহ থাকে না।

চিত্র ৫: জেলা পরিষদ প্রত্যাশিতভাবে কার্যকর না হওয়ার কারণ, ফলাফল এবং প্রভাব বিশ্লেষণ

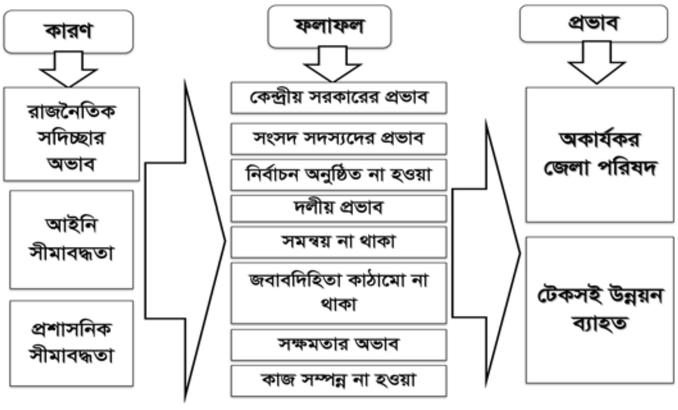

[৫৪] *জেলা পরিষদ আইন ২০০০,* ধারা ৩০।
[৫৫] *জেলা পরিষদ আইন ২০০০,* ধারা ৩৪।
[৫৬] *জেলা পরিষদ আইন ২০০০,* ধারা ৫০।

৭.২ টেকসই উন্নয়ন না হওয়া: জেলা পরিষদের নিজস্ব কোনো পরিকল্পনা নেই। সরকারের পক্ষে কেন্দ্রে অবস্থান করে স্থানীয় জনগণের চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। সংসদ সদস্যরা উপদেষ্টা হওয়ার ফলে জেলা পরিষদের প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করে। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া স্থানীয় উন্নয়ন টেকসই হওয়া সম্ভব নয়।

৮. উপসংহার

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য যা একটি নির্বাচিত ও কার্যকর জেলা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে সম্ভব। কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্থানীয় শাসনের লক্ষ্যে এই পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ কখনোই নেওয়া হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় সব সরকারের সময়েই জেলা পরিষদের কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা বিশেষকরে জেলা প্রশাসক, অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যদের অথবা সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে মনোনীত ব্যক্তিদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কোনো সরকারই জেলা পরিষদের নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়নি।

জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা দুটি শক্তিশালী স্বার্থের বিরোধিতার সম্মুখীন। প্রথমত, জাতীয় সংসদের সদস্যরা চান না স্থানীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্তি, কর্তৃত্ব এবং কৃতিত্ব লোপ পাক, যেহেতু এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের পুনর্নির্বাচন এবং প্রতিপত্তি নিশ্চিত করা হয়। তাই তারা জেলা পর্যায়ে শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের বিরোধিতা করেন। অন্যদিকে সরকারি কর্মকর্তারা তাদের ক্ষমতা-বলয়ে জনগণের অংশীদারিত্বকে মেনে নিতে পারেন না। কারণ এর ফলে তাদের জবাবদিহিতা এবং দায়বদ্ধতা বেড়ে যায়। সরকারি কর্মকর্তারা তাদের কাজের জন্য জেলা সরকার নয় বরং সরকারের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে চায়। এসব কারণে আইন প্রণয়ণের পর দীর্ঘ ১৩ বছর অতিবাহিত হলেও জেলা পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার থেকে কোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

উপরিউক্ত পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ করে বলা যায়, জেলা পরিষদ একটি অবহেলিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে।

৯. সুপারিশ

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে নিম্নে সুপারিশ প্রস্তাব করা হচ্ছে যা বাস্তবায়ন করলে জেলা পরিষদ কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়।

১. সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠন করতে হবে।
২. জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে জেলা প্রশাসকের কাজের পরিধি নির্বাহী দায়িত্বে সীমাবদ্ধ রেখে পরিষদের চেয়ারম্যান এবং জেলা প্রশাসকের কাজের সুষম বণ্টন করতে হবে।
৩. জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত-
    - জেলা পরিষদ প্রশাসক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কাজের ক্ষেত্রে সমন্বয় করতে হবে।
    - জেলা পরিষদ প্রশাসকের দায়িত্বের মেয়াদ ছয় মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
৪. জেলা পরিষদ আইন-২০০০ এর সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য নিম্নোক্ত সংশোধন করতে হবে -
    - প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সরকারের পরিবর্তে পরিষদের স্থায়ী কমিটির অনুমোদন এবং চেয়ারম্যানের অনুমতির ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (ধারা ২৮)
    - কোনো প্রতিষ্ঠান এবং কর্ম কার ব্যবস্থাপনায় থাকবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার ও পরিষদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (ধারা ২৯)
    - জেলা পরিষদের কাজে সংসদ সদস্যদের নির্দেশনা এবং হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে (ধারা ৩০)
    - পরিষদের স্থায়ী কমিটিতে 'অন্য কোনো ব্যক্তি' সমন্বয় করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে (ধারা ৩৪)
    - পরিষদের ওপর সরকারের এখতিয়ার কতটুকু তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে (ধারা ৫৭)
    - পরিষদের কার্যাবলীর ওপর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে সরকারকে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে (ধারা ৫৮)
    - জেলা পরিষদ প্রশাসকের নিয়োগ প্রক্রিয়া, যোগ্যতা, ক্ষমতা, এবং প্রশাসক কার নিকট জবাবদিহি করবেন তা উল্লেখ করতে হবে [ধারা ৮২(১)]

৫. জেলা পরিষদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য শূন্য পদ পূরণ করতে হবে।

৬. স্থানীয় সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ) সাথে মাসিক সভা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করার মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করতে হবে।
৭. যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।
৮. জেলা পরিষদের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে।
৯. জেলা পরিষদের কর্মচারীদের কাজের ওপর ভিত্তি করে প্রণোদনা এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থার এখতিয়ার পরিষদকে দিতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

আকরাম, শম, ২০১২, *সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা।

আলি, কআ, ২০০৩, *বাংলাদেশের জেলা প্রশাসন*, সূচীপত্র, ঢাকা।

মজুমদার, বআ, 'কেন এই স্বেচ্ছাচারিতামূলক সিদ্ধান্ত?', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৯ ডিসেম্বর, ২০১১।

আহমেদ, ম,'জেলা পরিষদ নির্বাচনের উদ্যোগ নেই', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ জানুয়ারি ২০১৪।

আহমেদ, ত, ২০০২, *একুশ শতকের স্থানীয় সরকার এবং মাঠ প্রশাসন: কতিপয় সংস্কার প্রস্তাব*, ঢাকা।

ইমন, মএক, 'সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদ এর প্রশাসক নিয়োগের পরবর্তী কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা', সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদ।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২০১৪, *এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪*।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *জেলা পরিষদ আইন, ২০০০*।

মুহিত, আমআ, ২০০২, *জেলায় জেলায় সরকার*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

রহমান, মম, ১৯৯৯, *বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন*, প্রেস প্রকাশনা ও জনসংযোগ দপ্তর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

ইসলাম, শ 'জেলা পরিষদ নির্বাচনে সরকারের অনীহা দায়িত্বে আছেন দলীয় নেতারা', *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

আহমেদ, ত, 'জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসনে সংস্কার', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৮ ডিসেম্বর ২০১১।

Rahman. M, Govt insincerity holds back district councils, *Daily New Age*, 9 February 2014.

Ali, S, 1982, *Field Administration and Rural Development in Bangladesh*, CSS, Dhaka.

Sidiqui, K, 1992, *Local Government in South Asia*, UPL, Dhaka.

Arora, R K & Goyal, R, 1996, *Indian Public Administration*, Wishwa Prakashan, New Delhi.

Cheema, GS, and Rondinelli, DA, 1983, *Decentralisation and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publications.

পরিশিষ্ট ১: জেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো

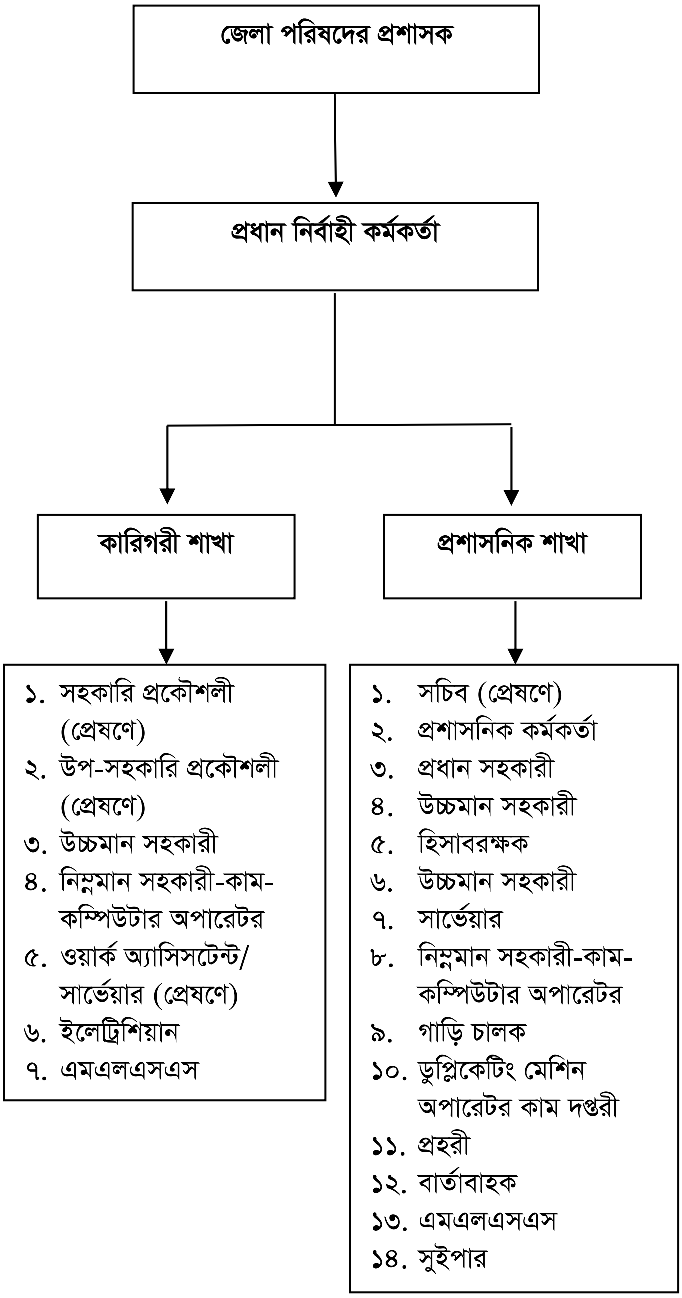

পরিশিষ্ট ২: একটি জেলায় সরকারি অফিসের তালিকা

ক্রমিক	অফিস এর নাম	জেলা প্রধানের নাম
১	ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়	ডেপুটি কমিশনার
২	জেলা দায়রা জজকোর্ট	জেলা দায়রা জজ
৩	জেলা পুলিশ কার্যালয়	পুলিশ সুপার
৪	সিভিল সার্জনের কার্যালয়	সিভিল সার্জন
৫	গণপূর্ত অধিদপ্তর	নির্বাহী প্রকৌশলী
৬	সড়ক ও জনপথ বিভাগ	নির্বাহী প্রকৌশলী
৭	পানি উন্নয়ন বোর্ড কার্যালয়	নির্বাহী প্রকৌশলী
৮	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কার্যালয়	নির্বাহী প্রকৌশলী
৯	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো	নির্বাহী প্রকৌশলী
১০	জনসাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ	নির্বাহী প্রকৌশলী
১১	গৃহসংস্থান পুনর্বাসন	নির্বাহী প্রকৌশলী
১২	বন কার্যালয়	বিভাগীয় কর্মকর্তা
১৩	তার ও টেলিফোন বোর্ড	বিভাগীয় সহকারী প্রকৌশলী
১৪	কৃষি কার্যালয়	উপ-পরিচালক
১৫	আয়কর কার্যালয়	ডেপুটি কমিশনার, আয়কর
১৬	জেলা পরিষদ কার্যালয়	চেয়ারম্যান
১৭	খাদ্য কার্যালয়	জেলা নিয়ন্ত্রক
১৮	আনসার ও ভিডিপি	জেলা এ্যাডজুট্যান্ট
১৯	মৎস্য বিভাগ	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
২০	পশু সম্পদ বিভাগ	জেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা
২১	তথ্য কার্যালয়	জেলা তথ্য কর্মকর্তা
২২	জেলা ত্রাণ কার্যালয়	জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা
২৩	জেলা হিসাব রক্ষণ কার্যালয়	জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
২৪	মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয়	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
২৫	প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
২৬	সমবায় সমিতি সমূহ কার্যালয়	জেলা সমবায় কর্মকর্তা
২৭	জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্যালয়	উপ পরিচালক
২৮	নিবন্ধন কর্যালয়	জেলা নিবন্ধন (রেজিস্টার)
২৯	অগ্নি নির্বাপন ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা	সহকারী পরিচালক
৩০	জেলা দুর্নীতি দমন কার্যালয়	জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা
৩১	জেলা মর্কেটিং (বিপণন) কার্যালয়	জেলা মর্কেটিং কর্মকর্তা
৩২	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	উপ-মহাব্যবস্থাপক
৩৩	শ্রম কার্যালয়	উপ-পরিচালক
৩৪	কেন্দ্রীয় আবগারী ও স্থল শুল্ক কার্যালয়	সহকারী কালেক্টর
৩৫	ডাক ও তার কার্যালয়	তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা
৩৬	শিল্প	পরির্দশক
৩৭	আবগারী	তত্ত্বাবধায়ক
৩৮	কৃষি আয়কর	কৃষি আয়কর কর্মকর্তা
৩৯	সমাজ কল্যাণ দপ্তর	সহকারী পরিচালক
৪০	জাতীয় সঞ্চয়	সহকারী পরিচালক
৪১	কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	(১) আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (সার) (২) আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (সেচ)
৪২	যুব উন্নয়ন	উপ-পরিচালক
৪৩	মহিলা সংক্রান বিষয়	উপ-পরিচালক
৪৪	পল-ী উন্নয়ন বোর্ড	প্রকল্প পরিচালক
৪৫	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা বিভাগ	সহকারী পরিচালক
৪৬	নির্বাচন কার্যালয়	জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা
৪৭	শিশু একাডেমি অফিস	জেলা সংগঠক
৪৮	তাঁত বোর্ড অফিস	সহকারী পরিচালক
৪৯	জনশক্তি ও প্রশিক্ষণ বিভাগ	সহকারী পরিচালক
৫০	জেলা কারাগার	কারাগার তত্ত্বাবধায়ক
৫১	জেলা ক্রীড়া সংস্থা	সচিব/জেলা সংগঠক
৫২	জেলা শিল্পকলা একাডেমি	পরিচালক
৫৩	গণশিক্ষা বিভাগ	জেলা সমন্বয়কারী

পরিশিষ্ট ৩: জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব ও কার্যাবলী

১. রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা:
২. জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি:
৩. জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা:
৪. আইন শৃঙ্খলা:
৫. জেলখানা:
৬. পর্যটন :
৭. আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ:
৮. রাষ্ট্রীয় গোপনীয় বিষয়াদি:
৯. গোপনীয় প্রতিবেদন:
১০. ট্রেজারি ও স্ট্যাম্প:
১১. দুর্নীতি দমন:
১২. জন উদ্বুদ্ধকরণ:
১৩. লাইসেন্স:
১৪. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক:
১৫. সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল:
১৬. সংবাদ এবং প্রকাশনা:
১৭. নির্বাচন:
১৮. সীমান্ড় বিষয়াদি:
১৯. পরিসংখ্যান:
২০. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা:
২১. খাদ্য:
২২. আনসার ও ভিডিপি:
২৩. সিভিল ডিফেন্স:
২৪. শ্রম বিষয়ক:
২৫. সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনী:
২৬. পরিবার পরিকল্পনা:
২৭. পেনশন ও পারিতোষিক:
২৮. রাষ্ট্রাচার:
২৯. পরিবহন ও যোগাযোগ:
৩০. জেলা পরিবহন পুল:
৩১. শিক্ষা:
৩২. নাগরিক বিনোদন:
৩৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী:
৩৪. আন্তঃ বিভাগীয় সমন্বয়:
৩৫. জেলা প্রশাসকের সংস্থাপন:
৩৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন:
৩৭. অভিযোগ শ্রবণ এবং তদন্ত:
৩৮. স্থানীয় সরকার:
৩৯. যুব ও ক্রীড়া:
৪০. নারী ও শিশু:
৪১. কৃষি:
৪২. বাজার মূল্য পরিবীক্ষণ এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ:
৪৩. মৎস ও প্রাণিসম্পদ:
৪৪. ওয়াকফ, দেবোত্তর এবং ট্রাস্ট সম্পত্তি:
৪৫. ধর্ম বিষয়ক:
৪৬. পাসপোর্ট :
৪৭. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি:
৪৮. স্থানীয় শিল্পের উন্নয়ন:
৪৯. এনজিও বিষয়ক:
৫০. শিল্পকলা:
৫১. উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়:
৫২. প্রাথমিক স্বাস্থসেবা এবং জনস্বাস্থ্য:
৫৩. জেলার সরকারি আবাসন:
৫৪. জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবস:
৫৫. উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন:
৫৬. সিটিজেন চার্টার:
৫৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি:
৫৮. তথ্য অধিকার:
৫৯. জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণ:

পরিশিষ্ট ৪: স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত জেলা প্রশাসকের কার্যক্রম

(১) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের শপথ পরিচালনা;
(২) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী প্রদান;
(৩) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রক্রিয়াকরণ;
(৪) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অপসারণ প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ;
(৫) ইউনিয়ন পরিষদ সচিব নিয়োগ;
(৬) ইউনিয়ন পরিষদ সচিবদের সংস্থাপন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাদি;
(৭) ইউনিয়ন পরিষদ কর্মচারিদের বেতনেরর সরকারি অংশ প্রদান;
(৮) ইউনিয়ন পরিষদ দফাদার ও চৌকিদারদের পোশাক প্রদান;
(৯) ইউনিয়ন পরিষদ বাজট অনুমোদন;
(১০) ইউনিয়ন পরিষদ আয়কর প্রস্তাব অনুমোদন;
(১১) ইউনিয়ন পরিষদ অডিট আপত্তি নিস্পত্তি, তাত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ;
(১২) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য ও কর্মচারিদর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
(১৩) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যাদির সামগ্রিকক তাত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ;
(১৪) ইউনিয়ন কমপ্লেক্স নির্মাণের সাইট সিলেকশন প্রক্রিয়াকরণ;
(১৫) আন্ত ইউনিয়ন সীমানা বিরোধ নিস্পত্তি;
(১৬) ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম তাত্ত্বাবধান;
(১৭) ইউনিয়ন পরিষদ, উপেজলা পরিষদ ও পৌরসভা পরিদর্শন ও দর্শন;
(১৮) পৌরসভার শ্রেণী উন্নয়নের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ;
(১৯) পৌর মেয়র ও কমিশনাগণের বিরুদ্ধ উত্থাপিত অভিযোগ প্রক্রিয়াকরণ;
(২০) ইউনিয়ন, উপেজলা এবং পীরসভার সীমানা ঘোষণা ও সংশোধন;
(২১) জেলার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহের মধ্যে সীমানা ও অন্যান্যা বিরোধ নিস্পত্তি;
(২২) জেলার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহের উন্নয়নমূলক কমকান্ডের সমন্বয় সাধন;
(২৩) নতুন স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ যেমন-ইউনিয়ন, উপেজলা ও পীরসভা সৃষ্ঠির প্রস্তাব প্রকৃয়াকরণ;
(২৪) উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার এর মাধ্যম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্টানসমূহের সার্বিক কার্যক্রম তদারিক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
(২৫) উপজেলা পরিষদ সভায় চেয়ারম্যান প্যানেল প্রস্তুত করা সম্ভবপর না হলে অথবা প্যানেলভুক্ত চেয়ারম্যানগণ দায়িত্ব পালনে অযোগ্য হলে/অসম্মতি জ্ঞাপন করেল চেয়ারম্যান প্যানেল তৈরীর প্রকৃয়াকরণ; এবং
(২৬) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্যা ও সাম্ভবনা এবং অন্য যে কোন ইস্যু স্থানীয় সরকার বিভাগের গোচরীভূত করা।